মাধ্যাহ্নিক দ্রব্য যত, উদ্ধৃত্ত আছিল কত,
তাহা সব হ'য়েছে রন্ধন।
ঠাকুরের আজ্ঞা পেয়ে, সংকীর্ত্তন ক্ষান্ত দিয়ে,
বসিলেন করিতে ভোজন।।
সদ্যঃ ঘৃত মাখনাদি, ভোজ শেষে ক্ষীর দধি,
দিলেন প্রহ্লাদচন্দ্র ঘোষ।
সুপদ্রব্য আর যত, দিতেছেন দশরথ,
সবে খায় হইয়া সন্তোষ।।
সবার ভোজন হ'লে, প্রভু হরিচাঁদ বলে,
ঠাঁই নাই শয়ন দিবার।
যে টুকু আছে শর্ব্বরী, বলে সবে হরি হরি,
প্রভাতে যাইও নিজ ঘর।।
শীঘ্র আচমন করি, সবে বলে হরি হরি,
প্রেমাবেশে রজনী পোহায়।
মহাভাবাবেশ রঙ্গে, ভক্তগণ লয়ে সঙ্গে,
মহাপ্রভু যায় নিজালয়।।
হরিচাঁদ সুধালীলা, পদ্মমধু পদ্মবিলা,
যত কিছু শুনিয়াছি তার।
যে কিছু শুনি শ্রবণে, ধ্যানে জ্ঞানে দৈবে জেনে,
রচিতে বাসনা রসনার।।

ভক্ত গোলোক কীর্ত্তনীয়ার উপাখ্যান

মল্লকান্দী বাসী কীর্ত্তনীয়া রঘুনাথ।
তস্য জ্যেষ্ঠ পুত্র নাম শ্রীগোলক নাথ।।
রামভক্ত করিতেন রামায়ণ গান।
গন্ধর্ব্বের মধ্যে যেন গালব প্রধান।।
নারদ করিল শিক্ষা গালব নিকটে।
রাগ রাগিণীতে তেম্নি শ্রীগোলক বটে।।
একদিন ডুমুরিয়া গ্রামেতে আসিল।
সিকদার বাটীতে অতিথি হ'য়েছিল।।
সূর্য্যনারায়ণ শিকদার ডুমুরিয়া।
গোলোক রাখিল অতি যতন করিয়া।।
নিশিভোরে শুকতারা প্রভাতী গগনে।
ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের কালে জেগে দুইজনে।।
করিছেন হরিনাম দুই মহাশয়।
গোলোক কহিছে "বড় ভাল এ সময়।।
বৈশাখী দ্বাদশী দিন 'ভায়রো' বসন্ত।
শুনাও 'বসন্ত' গান বাসনা একান্ত।।"
সূর্য্য গায় 'বসন্ত' 'অন্তরা' গায় যবে।
গোলোক রাগিণী ধরে মধুর সুরবে।।
কোথা হ'তে আসিল কোকিল একঝাঁক।
ঘরের চালের 'পরে পড়ি দেয় ডাক।।
কীর্ত্তনীয়া মহাশয় তান ধরে যবে।
সঙ্গে সঙ্গে তান দেয় পিককুল সবে।।
স্বরের সঙ্গেতে সেই বিহম সব।
জ্ঞান হয় করে যেন হরেকৃষ্ণ রব।।
কিছুক্ষণ পরে সেই কোকিলের গণ।
কতক ঘরের মাঝে পশিলা তখন।।
কতক বিছানা পরে কতক ধরায়।
স্বরে স্বর মিশাইয়া অশ্রু ধারা বয়।।
গান ক্ষান্ত ভানুদিত কিরণ ছাড়া'ল।
কুহু রবে পিক সব উড়িয়া চলিল।।
এমন গায়ক ছিল ভক্ত শিরোমণি।
মাতাইল রামায়ণ সঙ্গীতে ধরণী।।
রামায়ণ গান যদি হ'ত কোনখানে।
বাল-বৃদ্ধ-যুবা মত্ত হইত সে গানে।।
'রাম রাম' বলি যবে ধরিতেন গান।
স্মৃতি শূন্য হ'ত কারো না থাকিত জ্ঞান।।
এইভাগে গান ক'রে জগৎ মাতা'ল।
এবে শুন যে ভাবেতে হরিবোলা হল।।
বাতব্যাধি হ'য়ে ক্রমে অঙ্গ পড়ে গেল।
ধরা শয্যাগত ক্রমে অচল হইল।।
সবে বলে 'হরি ঠাকুরের কাছে চল।
তাঁহার কৃপাতে কত রোগ মুক্তি হৈল।।